স্কুল ফিডিংয়ে নিম্নমানের খাবার

মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- ৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত বিস্কুট পায়নি
- অযোগ্য এনজিও নির্বাচন
- এত বড় প্রকল্প সত্ত্বেও সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি

আবু হেনা মুহিব

প্রকাশ: ২৪ আগস্ট ২০২৫ | ০১:২০ | আপডেট: ২৪ আগস্ট ২০২৫ | ১০:১৩

- অ +

দেশের ৩৫ জেলার ৩২ লাখ ৩০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলে দুপুরের খাবার বিতরণ প্রকল্পে অনিয়ম হয়েছে। অনেক জায়গায় নিম্নমানের খাবার বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ৩৬ শতাংশ নিয়মিত বিস্কুট পায়নি। খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে থাকা অনেক অযোগ্য এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে প্রশাসনের চাপে; যাদের কাজে স্বচ্ছতা ছিল না। এ ছাড়া নথিপত্র ছাড়া অর্থছাড় ও পরিশোধ এবং আর্থিক হিসাবে গরমিলসহ অনেক অনিয়ম পাওয়া গেছে। ‘দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি’ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এসব অভিযোগ পেয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০২২ সালে। তারপর নানা পর্যায়ে উপাত্ত যাচাই, স্থানীয় সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সম্প্রতি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আইএমইডির হয়ে হাউস অব কনসালট্যান্ট (এইচসিএস) প্রতিবেদন তৈরি করেছে।
২০১০ সালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। বাস্তবায়ন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। দেশের ৩৫ জেলার ১০৪টি উপজেলায় কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। প্রকল্পের শুরুতে ব্যয় ছিল এক হাজার ১৪৩ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় চার হাজার ৯৯২ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত তা ২০২২ সাল পর্যন্ত গড়ায়। তিনজন পূর্ণকালীন এবং একজন অতিরিক্ত হিসেবে মোট চারজন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে দক্ষ ও যোগ্য এনজিও নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। তবে অনেক অযোগ্য এনজিও কাজ পেয়েছে, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। আবার দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অনুপাত উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়নি। চট্টগ্রামের কিছু পাহাড়ি অঞ্চল, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু উপজেলাকে কর্মসূচির আওতায় আনা হয়নি। সরবরাহ ও পরিবহনজনিত সমস্যায় পিছিয়ে থাকায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত খাবার পায়নি। ডব্লিউএফপির প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, ডব্লিউএফপি সাতটি বিদেশি সংস্থাকে দিয়ে প্রকল্প চলাকালে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদ্য সরবরাহে অপ্রতুলতার ও সুষ্ঠু তদারকির
অভাবে প্রকল্পভুক্ত কিছু অঞ্চলে প্রকল্পের কার্যকারিতা কম ছিল।

সরবরাহ করা হয় নিম্নমানের বিস্কুট

আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকল্পের সবচেয়ে বড় ব্যয় খাদ্যসামগ্রী কেনা। খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণে কিছু ক্ষেত্রে যথাযথ মান নিশ্চিত করা হয়নি। বড় অনিয়ম হয় বিস্কুট বিতরণে। এর মধ্যে নিম্নমানের বিস্কুট সরবরাহ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিতরণ না করা এবং বিতরণ পরিকল্পনালঙ্ঘন করা হয়। কিছু এনজিও সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিয়ম করেছে। সময়মতো খাবার বিতরণ করেনি। খাদ্য কেনার জন্য ব্যয় হয় চার হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা। এ বরাদ্দের ১০ শতাংশই অব্যয়িত থেকে গেছে। অব্যয়িতই যদি থাকে তাহলে সংশোধন করে মাঝপথে প্রকল্পের ব্যয়
কেন বাড়ানো হলো তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় প্রতিবেদনে। প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, ৩৬ শতাংশ প্রয়োজন অনুযায়ী বিস্কুট পায়নি।

আরও যেসব অনিয়ম

প্রতিবেদনে বলা হয়, চার হাজার ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি নেওয়ার আগে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে ৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের প্রকল্পে সম্ভাব্যতা যাচাই বাধ্যতামূলক। সম্ভাব্যতা যাচাই করা হলে প্রকল্পের কাঠামোগত উন্নয়ন এবং টেকসই পরিকল্পনা তৈরি সহজ হতে পারত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আর্থিক অনিয়মের মধ্যে রাজস্ব ক্ষতি, অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া, নথিপত্র ছাড়া অর্থছাড় ও পরিশোধ এবং আর্থিক হিসাবে গরমিলের ঘটনা পাওয়া গেছে। সরবরাহকারী নির্বাচন এবং দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল। এ কারণে নির্দিষ্ট কিছু ভেন্ডর কাজ পেয়েছে, যা প্রতিযোগিতামূলক হয়নি।

প্রকল্পের জন্য ছয় কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে চারটি গাড়ি কেনা হয়। প্রকল্প শেষে এসব গাড়ি কোথায় গেছে, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। গোটা প্রকল্পকালে অভ্যন্তরীণ অডিট হয়নি। কেন হয়নি সে ব্যাপারেও কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য

প্রকল্প বাস্তবায়নকালের শেষ দেড় বছর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন মো. রুহুল আমিন। আইএমইডির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সমকালকে বলেন, কোনো অভিযোগ সঠিক নয়। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত সব শিশুই খাদ্য পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করেছে ডব্লিউএফপি।

নথি ছাড়া অর্থছাড়ের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, অর্থছাড় করে মন্ত্রণালয়, সেখানে তাদের কিছু করার কিংবা বলার নেই।

আইএমইডি সচিবের বক্তব্য

আইএমইডির বর্তমান সচিব মো. কামাল উদ্দিন সমকালকে বলেন, তিনি দায়িত্বে আসার আগেই প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে। এ কারণে বাস্তবায়ন দুর্বলতার বিষয়ে কিছু বলতে পারছেন না। তবে আগামীতে যাতে বাস্তবায়ন পর্যায় থেকে প্রকল্পের দুর্বলতা চিহ্নিত হয়, সে লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পগুলোকে তিন ক্যাটেগরিতে ভাগ করে কাজ করছেন। ৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ও বাস্তবায়নে কম অগ্রগতির প্রকল্প। এভাবে বাস্তবায়ন মান এবং গতির বিষয়ে কাজ করছেন তারা। সচিব আশা করেন, এতে বাস্তবায়ন পর্যায়েই প্রকল্পের চিহ্নিত অনিয়ম অসংগতি সংশোধন করা সম্ভব হবে।

বিষয় : স্কুল